হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)'র যুগে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের লক্ষ্যে প্রেরিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের প্রমুখ বর্ণনা

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

২০ মে ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

ইয়ামামা'র অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এরূপ ছিল; ইয়ামামায় দূর্ধর্ষ যুদ্ধবাজ জাতি বনু হানীফা গোত্রের বসবাস ছিল। এর বর্ণনায় কুরতুবতীতে সূরা ফাতাহ্'র ১৭ নং আয়াত উল্লিখিত রয়েছে। سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ **অচিরেই এক দূর্দান্ত যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) তোমাদের ডাকা হবে।** যার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়; রাফে বিন খাদিজ (রাঃ) বলেন যে; আমরা তো এ আয়াত পড়তাম, কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে-এসব লোক কারা; এমন সময়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) আমাদেরকে বনু হানিফা গোত্রকে বধ করার জন্য আহ্বাণ জানান; অতঃপর আমরা অবগত হই যে, উল্লিখিত জাতি বলতে এই জাতিকে বোঝান হয়েছে।

যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ষষ্ঠ বা সপ্তম হিজরীতের বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহ্দের নামে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন, তখন ইয়ামামার রাজা হাওযা বিন আলী তথা ইয়ামামাবাসীর প্রতিও ইসলাম গ্রহণের আহ্বাণ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন।

নবম হিজরীতে মদীনায় বিভিন্ন গোত্র থেকে প্রতিনিধিদল আসে তখন ইয়ামামা থেকে বনু হানীফার প্রতিনিধিদলও আসে; এই প্রতিনিধিদলে মুজাআ বিন মুরারা ছাড়াও রাজ্জাল বিন উনফাওয়া এবং মুসায়লামা কাযযাব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল। এ প্রতিনিধিদলটি বনু নাজার গোত্রের এক আনসার মহিলা **রমিলা বিনতে হারেশ** (রাঃ)'র প্রশস্ত গৃহে অবস্থান নেয়। যখন লাগাতারভাবে বিভিন্ন গোত্র রসুলে আকরাম (সাঃ)এর নিকট বয়আতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসতে থাকে; তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঐ গৃহটিকেই আগতদের অবস্থানের জন্য সু-নির্দিষ্ট করে দেন। মুসায়লামা উক্ত কাফেলার সঙ্গে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতে পারেনি। কিছু বর্ণনা থেকে; যা এ ঘটনার চিত্র বহন করে-হুযুর আনোয়ার (আইঃ) তার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন; সাধারণত এ বিষয়ে বর্ণনা পাওয়া যায় যে মুসায়লামা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর সহিত দেখা করেছিল, এ বিষয়ে এটাও বলা হয়ে থাকে যে, হতে পারে দ্বিতীয়বার সে এসে সাক্ষাৎ করেছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর যুগে, মুসায়লামা কায্যাব মদীনায় এসে বলে যে; মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর তিরোধানের পর তাকে যদি নবী ও নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচন করে যান, তবে সে তাঁকে মান্য করবে। অতঃপর রসুলে করীম (সাঃ) নিজেই তার নিকটে যান যখন তাঁর (সাঃ)এর হাতে একটি খেজুরের ছড়ি ছিল এবং বলেন, তুমি আমার নিকট হতে যদি এ ছড়িটিও চাও তবে আমি তোমাকে তা দেব না; এবং তুমি নিজের বিষয়ে কখনই আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারবে না, আর যদি তুমি এখান হতে (ইসলাম থেকে) ফিরে যাও তাহলে আল্লাহ্ তোমার জড় কেটে দেবেন। তাছাড়া আমি তোমাকে সেই ব্যক্তি হিসেবে লক্ষ্য করছি; যার বিষয়ে আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নে অনেক কিছু দেখিয়েছেন।

এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রাঃ)'র এক প্রশ্নের উত্তরে আঁহযরত (সাঃ) যা কিছু বলেন; হযরত আবু হুরায়রা তার উল্লেখ করেছেন। রসুলে আকরাম (সাঃ) বর্ণনা করেন; **আমি একবার শুয়ে ছিলাম। এমন সময়ে আমি স্বপ্নে আমার হাতে দুটি সোনার কঙ্কন দেখলাম; যা দেখে আমি অস্বস্তি অনুভব করলাম। তখন সেই স্বপ্নেই আমার নিকট ওহী করা হয়, যেন আমি সেগুলোতে ফুঁ দেই। সুতরাং আমি তাতে ফুঁ দিলাম; আর তৎক্ষণাৎ সেগুলো উড়ে গেল।** আমি এ স্বপ্নের মানে **দুইজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি** হিসেবে করেছি; যারা আমার পরে প্রকট হবে। রাবী উবায়দুল্লা (রাঃ) বলেন; এদের মধ্যে একজন হল **আসওয়াদ আনসী;** যাকে ফিরোজ নামের ব্যক্তি ইয়ামামায় বধ করে আর অন্যজন হল **মুসায়লামা**।

প্রতিনিধিদলের ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তনের পরে আল্লাহ্‌র শত্রু মুসায়লামা মুরতাদ হয়ে যায় এবং স্বয়ং নবুওতের দাবী করে বসে; বলে যে আমাকেও মহানবী (সাঃ)এর সহিত নবুওতের অংশীদার করে দেওয়া হয়েছে। সে নিজের অনুগামীদের জিঙ্গেস করে যে, যখন তারা মহানবী (সাঃ)এর নিকটে তার ব্যাপারে কথা ওঠায় তখন তিনি (সাঃ) তো একথা বলেছিলেন যে; সে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তোমাদের চাইতে অধম নয়। একথা শুধুমাত্র এজন্যই বলেছিলেন যে; তিনি (সাঃ) জানতেন যে তাঁর নবুওতের বিষয়ে আমাকে অংশীদার করে নেওয়া হয়েছে।

অতঃপর মুসায়লামা নিজের আলাদা শরিয়ত শুরু করে দেয় এবং কুরআন করীমের মনগড়া কালাম তৈরী করতে শুরু করে ও নামায রদ্ করে দেয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী সে এশা ও ফযরের নামায মাফ করে দেয় ও লোকেদের জন্য মদ ও ব্যভিচারের অনুমোদন দিয়ে **শরীয়তের মাঝে বিকৃতি সৃষ্টি করে**। সে ধূর্ততার সহিত এটাও স্বীকার করে যে, মহানবী (সাঃ) সত্য নবী। সুতরাং বনু হানিফা এসব কথার ফাঁদে পড়ে তার কথায় সহমতি প্রদান করে ফেলে।

মুসায়লামার শক্তি ও সামর্থ বাড়ার পেছনে আরও একটি বড় কারণ এরূপ ছিল যে, তার সহিত ইয়ামামার প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তি **রাজ্জাল বিন উনফাওয়া** মিলে যায়। সে হিজরতের পরে মহানবী (সাঃ)এর সহিত মদীনায় চলে আসে এবং সেখানে সে কুরআন করীম তথা ইসলাম শিখেছিল। মুসায়লামা মুরতাদ হয়ে অপপ্রচার শুরু করলে ; মহানবী (সাঃ) রাজ্জালকে মুয়াল্লিম হিসেবে ইয়ামামায় প্রেরণ করেন যাতে করে সে এসব মিথ্যাচারের অপনোদন করে। কিন্তু রাজ্জাল এর বিপরীতে মুসায়লামার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও প্রতিপত্তি দেখে তার সহিত মিলে যায় ও বলে যে, মহানবী (সাঃ)ই বলেছেন; মুসায়লামাকে তাঁর নবুওতের অংশীদার করা হয়েছে। ইয়ামামার জনগণ যখন দেখে যে, মদীনায় প্রশিক্ষিত, কুরআনের প্রচারকারী একজন ব্যক্তি এসব বলছে-তারা তখন স্বভাবতই সত্য ভেবে মুসায়লামার হাতে দলে দলে বয়আত করতে শুরু করে।

মুসায়লামা মহানবী (সাঃ) এর নিকট নিজের মিথ্যা দাবী সম্বলিত একটি পত্রও প্রেরণ করেছিল যার অর্থ এরূপ ছিল যে; আল্লাহ্‌র রসুল মুসায়লামার পক্ষ থেকে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর নিকট এ পত্র প্রেরিত হ'ল। আম্মাবাদ! জমির অর্দ্ধেকাংশের দাবীকারক আমরা ও অর্দ্ধেকাংশ কুরাইশদের। কিন্তু কুরাইশরা ন্যায় করছে না। এর উত্তরেও মহানবী (সাঃ) একটি পত্র লিখেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। এ পত্র মুহাম্মদ নবী (সাঃ) এর পক্ষ থেকে ও মিথ্যা নবী-দাবিকারক মুসায়লামার প্রতি। আম্মাবাদ! **অবশ্যই জমিন আল্লাহ্‌তাআলার। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকার করেন। এবং তা নিঃসন্দেহে মুত্তাকীদের-ই হয়ে থাকে। এবং তাদের জন্য সু-সংবাদ যারা সৎপথের অনুসরণকারী।**

আঁহযরত (সাঃ)এর পত্র **হাবিব বিন যায়েদ আনসারী (রাঃ)** নিয়ে যান। তিনি যখন এ পত্র মুসায়লামাকে দেন, সে বলে; তুমি কি একথার সাক্ষী দাও যে মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল? উত্তর আসে; হ্যাঁ। আবারো সে জিঙ্গাসা করে, তুমি কি একথারও সাক্ষী দিতে চাও যে আমি আল্লাহ্‌র রসুল? তিনি বলেন; আমি শুনতে পাইনা। কথাটা টেলে দেন। মুসায়লামা বারংবার একই কথার পূনরাবৃত্তি করে;

কারণ সে চাইছিল যে হাবিব বিন যায়েদ যেন তাকে নবী হিসাবে চিহ্নিত করে। সুতরাং সে যখন তার ইচ্ছানুযায়ী উত্তর না পায় তখন তাঁর শরীরের একাংশে আঘাত করে কেটে ফেলে। হযরত হাবিব (রাঃ) নিজ সিদ্ধান্তে অতীব ধৈর্য সহকারে চট্টানের ন্যায় স্থির থাকেন; এমনকি তাকেঁ টুকরো টুকরো নির্মমভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। হযরত **হাবিব বিন যায়েদ (রাঃ)** তার সামনেই শাহাদত বরণ করেন। এখন দেখা যায় যে এটা শুধুমাত্র নবুওতের দাবীই নয়; বরঞ্চ অমানবিক অত্যাচারও বটে; কিভাবে তাকে নবী না মান্য করা লোকেদের ওপর আচরণ করে। মুসায়লামা ইয়ামামায় বিদ্রোহের আগুন বাড়িয়ে তোলে তথা মহানবী (সাঃ) এর তত্ত্বাবধায়ক হযরত **সুমামা বিন আসাল**কেও ইয়ামামা থেকে বিতাড়িত করে। হযরত রসুলে আকরাম (সাঃ)এর তিরোধানের পর যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) মুরতাদদের দমনের লক্ষ্যে সৈন্যবাহিনী দিকে দিকে প্রেরণ করেন; ঠিক ঐ সময়ে তিনি হযরত ইকরামা (রাঃ)'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যদল মুসায়লামার বিরুদ্ধেও প্রেরণ করেন তার সাহাযার্থে হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নেতৃত্বেও একটি সৈন্যদল প্রেরণ করে হযরত ইকরামাকে নির্দেশ দেন যেন শুরাহবিল না আসা পর্যন্ত ইকরামা **যুদ্ধ আরম্ভ না করেন**। কিন্তু ইকরামা তাড়াহুড়ো করে **যুদ্ধ শুরু করে দেন;** যাতে করে যুদ্ধজয়ের মুকুট তিনি স্বয়ং লাভ করতে পারেন। কিন্তু তিনি বিপদে পড়ে যান ও তাঁকে এই যুদ্ধে হারের সম্মুখিন হতে হয়। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত শুরাহবিল (রাঃ)কে দ্বিতীয় নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে বলেন।

অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) **হযরত খালেদ বিন ওলীদ** (রাঃ)কে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এমনকি তাঁদের সাহায্যার্থে **হযরত সলিত** (রাঃ)'র নেতৃত্বে অধিক সাহায্য প্রেরণ করেন; যাতে করে সেনাবাহিনী মানসিকভাবে দৃঢ়প্রাপ্ত হয়। তাদের সহিত যুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি মুহাজেরীন ও একটি আনসারদের জামাআতও প্রেরণ করেন। সুতরাং হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ) **বুতাহ** নামক স্থানে উক্ত বাহিনীর অপেক্ষা করতে থাকেন; যখন তাঁরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়; সকলে মিলে ইয়ামামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ পথিমধ্যেই মুসলিম বাহিনী বনু হানিফার এক সর্দারকে বন্দী করে ফেলে। সুতরাং এক বর্ণনায় উল্লিখিত রয়েছে যে; **মুজাআ বিন মুরারা** যে কিনা বনু হানিফার একজন সর্দার ছিল; সে একটি দলের সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিল। যেখানে মুসলিম বাহিনী সদলবলে তাকে বন্দী করে ফেলে। হযরত খালিদ (রাঃ) তার সঙ্গীদের বধ করে ও তাদের মাঝে থেকে **সারিয়া বিন মুসায়লামা** বিন আমের এই পরামর্শ দেয় যে; হে খালিদ! যদি তোমরা ইয়ামামা-বাসীদের জন্য উত্তম কামনা কর তাহলে মুজাআ' কে বধ কোরো না। কেননা এ যুদ্ধে শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে তার জীবিত থাকাটা তোমাদের জন্য সাহায্যকারী হবে। হযরত খালিদ (রাঃ)'র নিকটে তার কথাগুলো উত্তম মনে হয়, তাই তিনি (রাঃ) মুজাআ কে হত্যা করেননি; এছাড়াও তিনি সারিয়াকেও জীবিত রাখেন।

অতঃপর হযরত খালিদ ইয়ামামা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং নিজ বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করেন। অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্বভার দেন শুরাহবিলকে এবং মূল বাহিনীকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। এটা ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেকার সর্বশেষ বিন্যাস। মুসায়লামার বাহিনীতে **চল্লিশ হাজার মতান্তরে এক লক্ষাধিক** প্রশিক্ষিত সৈন্য ছিল আর মুসলমান বাহিনীতে ছিল মাত্র **দশহাজারের কিছু বেশী** যোদ্ধা। বনু হানিফা এবং মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আকরাবায় প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাময়িকভাবে এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে পিছু হটতে হয়। মুসলিম বাহিনী পিছু হটলেও হযরত খালিদের দৃঢ়তা ও উদ্যমে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি; তিনি (রাঃ) ঘোষণা দেন, মুসলমানরা যেন নিজ নিজ গোত্র অনুসারে আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করে, আমি দেখতে চাই যে কোন কোন গোত্র নিজেদের বীরত্ব অধিকহারে প্রদর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। এ ঘোষণার ফলে যেন হযরত খালিদ (রাঃ) সমগ্র গোত্রদের মধ্যে **নব-প্রেরণার সঞ্চার** ঘটান। সুতরাং মুসলিম বাহিনী নতুন উদ্যম-উৎসাহে লড়াই শুরু করেন।

সাহাবাকেরাম যুদ্ধক্ষেত্রে একে অন্যের চাইতে অধিক বীরত্ব প্রদর্শনে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন;

একে অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। তাঁরা বলতে থাকেন; হে সূরা বাকারায় উল্লিখিত ব্যক্তিরা; আজ সমস্তপ্রকারের যাদু নষ্ট হয়ে গেছে। হযরত **সাবেত বিন কায়েস** (রাঃ) মাটি গর্ত করে তাতে তাঁর অর্দ্ধেক পদদ্বয় প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। তিনি (রাঃ) আনসারদের পতাকা বাহক ছিলেন; তিনি **অন্তিম সুগন্ধী** মেখে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিলেন। তিনি এটাই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পরে লোকেরা তাঁর দেহে যা মাখাবে; তিনি নিজেই তা মেখে নিয়েছেন; অতঃপর তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন। বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি কাফন বেঁধে নিয়েছিলেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় থেকে **শাহাদত বরণ করেন**। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এর পরে আরো বিবরণ রয়েছে; ইনশাল্লাহ্ তা আগামীতে বর্ণিত হবে।

খুৎবার শেষে হযুর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্তানের আওকাড়া নিবাসী মুনাওয়ার আহমদ সাহেবের পুত্র মুকাররম শহীদ আবদুস সালাম সাহেবের শাহাদতের ঘটনা তথা মরহুমের উন্নত চারিত্রিক গুনাবলী ও ইমানোদ্দীপক স্মৃতি বিস্তারিতভাবে তুলে করেন। অন্যান্য মরহুমীনদের মধ্যে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ নিবাসী সেখ সাঈদুল্লাহ্ সাহেবের পুত্র মুকাররম জুলফিকার আহমদ সাহেব ও কানাডা নিবাসী মুকাররম মালিক তাবাস্‌সুম সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) জুমআর নামাযের পর সকল মরহুমীনদের গায়েবে জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

গতকাল ২৬/০৫/২০২২ থেকে চারদিন ব্যাপী এম.টি.এ তে লাইভ সত্যের সন্ধান সম্প্রচারিত শুরু হয়েছে; সকলকে দেখার আমন্ত্রণ রইল।

INDIAN TIME **THURSDAY : 7-30 PM, FRIDAY : 8-00 PM SATURDAY : 7-45 PM, SUNDAY : 7-30 PM** **INDIAN TIME**

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH HUZOOR ANWAR (ATBA)

20 MAY 2022

DISTRIBUTED BY

AHMADIYYA MUSLIM MISSION

......................P.O............................

Distt: ....W.B.

Prepared by MANSURAL HAQUE

TO,

———————————————

———————————————

———————————————

————————————————————————